ইবিএল স্মার্ট রেমিট কার্ড

Eastern Bank Ltd.
Simple Math™

ইবিএল স্মার্ট রেমিট কার্ড

ইবিএল স্মার্ট রেমিট কার্ড আপনাকে ও আপনার প্রিয়জনকে দিচ্ছে সেই স্মার্টনেস। এখন যে কোন দেশ থেকে শুধুমাত্র কার্ড নম্বর লিখে পাঠানো আপনার প্রিয়জনের কষ্টার্জিত অর্থ মুহূর্তেই পৌঁছে যাবে আপনার ওয়ালেটে থাকা ইবিএল স্মার্ট রেমিট কার্ডে। এই কার্ড ব্যবহার করে আপনি দেশের যে কোন VISA ATM থেকে যে কোন সময় প্রয়োজন মতো টাকা উঠাতে পারবেন। একই সাথে, দেশজুড়ে ছড়িয়ে থাকা ৬০০০ VISA চিহ্নিত দোকান/আউটলেটে এই কার্ড ব্যবহার করে কেনাকাটা করা যাবে নিশ্চিন্তে।

আজই ইস্টার্ন ব্যাংকের যে কোন শাখা থেকে আপনার স্মার্ট রেমিট কার্ডটি নিন, স্মার্ট হয়ে উঠুন যুগের সাথে।

ইবিএল স্মার্ট রেমিট কার্ড ব্যবহারের নিয়মাবলী

০১. প্রাপ্ত বয়স্ক যেকোন বাংলাদেশী নাগরিক নিজের নামে কার্ড গ্রহণ করতে পারবেন।

০২. কার্ডের জন্য ইবিএলের যেকোন ব্রাঞ্চ থেকে আবেদনপত্র গ্রহণ করে তা সঠিকভাবে পূরণ করতে হবে। ভুল তথ্য প্রদানের কারণে টাকা প্রদানে কোন অসুবিধার সৃষ্টি হলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না।

০৩. আবেদন পত্রের সাথে গ্রাহকের পাসপোর্ট সাইজের এককপি ছবি, যথাযথ পরিচিতি (জাতীয় পরিচয়পত্র / পাসপোর্ট অথবা ড্রাইভিং লাইসেন্সের সত্যায়িত কপি), এবং নমিনির এককপি ছবি প্রদান করতে হবে।

০৪. আবেদনপত্রে উল্লেখিত গ্রাহকের বর্তমান / স্থায়ী ঠিকানা বা মোবাইল নম্বরে কোন পরিবর্তন হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যাংক-কে অবহিত করতে হবে।

০৫. কার্ড রেজিস্ট্রেশন ও বার্ষিক নবায়ন ফি ২০০/- টাকা। পরবর্তীতে ব্যাংক কর্তৃক কোন চার্জ প্রবর্তন করা হলে তাও কার্ডের প্রতি প্রযোজ্য হবে। ভ্যাট প্রযোজ্য।

০৬. VISA লোগো সম্বলিত সকল ATM থেকে অথবা ইবিএল স্মার্ট রেমিট ক্যাশ পয়েন্ট থেকে এই কার্ড দিয়ে নগদ অর্থ তোলা যাবে।

০৭. VISA লোগো সম্বলিত যেকোন দোকান / আউটলেটে এই কার্ড দিয়ে কেনাকাটা করা যাবে।

০৮. এই কার্ডের মাধ্যমে শুধুমাত্র বাংলাদেশী টাকায় বৈদেশিক রেমিটেন্স গৃহীত হবে।

০৯. কার্ডটির জন্য একটি নির্ধারিত পিন নম্বর রয়েছে। পিন নম্বরটি অত্যন্ত গোপনীয়। কোন অবস্থাতেই পিন নম্বর অন্য কোন ব্যক্তিকে জানানো যাবে না।

১০. ইবিএল এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের রেমিটেন্স নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।

১১. প্রতি বছর কার্ড নবায়ন করতে হবে। নবায়নের সময় ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত নবায়ন ফি প্রদান করতে হবে।

১২. কোন কারণে অথবা ভুলবশতঃ কার্ডের মাধ্যমে অতিরিক্ত অর্থ তোলা হলে গ্রাহক অতিরিক্ত উত্তোলিত অর্থ ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকবে।

১৩. প্রতিটি কার্ডে দৈনিক ATM-এর মাধ্যমে উত্তোলন সীমা ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত।

১৪. সঠিক পিন নম্বর প্রয়োগের মাধ্যমে কার্ডটি ব্যবহার করতে হবে। পিন নম্বরটি ভুল হলে সর্বোচ্চ ৩ বার চেষ্টা করার সুযোগ রয়েছে। ৩ এর অধিক বার ভুল নম্বর দিয়ে চেষ্টা করলে কার্ডটি ATM-এ আটকে যাবে। এক্ষেত্রে ইবিএল কার্ড সেন্টারে যোগাযোগ করতে হবে।

১৫. বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে কার্ডটি ব্যবহার অনুপযোগী হলে অথবা ভুল পিন ব্যবহারের কারণে (সর্বোচ্চ ৩ বার) কার্ড ব্লক হয়ে গেলে অথবা কার্ড হারিয়ে গেলে তার জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না।

১৬. আদালত বা সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক কোন কার্ডের লেনদেনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হলে কার্ডটির লেনদেন বন্ধ থাকবে।

১৭. সিস্টেম মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ, টেলিযোগাযোগ ও বৈদ্যুতিক গোলযোগ, নেটওয়ার্ক বিচ্ছিন্নতা এবং ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন কারণে লেনদেন সাময়িকভাবে বন্ধ থাকলে ব্যাংক দায়ী থাকবে না।

১৮. কার্ডে রেমিটেন্স জমা হওয়ার সংবাদ আবেদনপত্রে উল্লেখিত মোবাইল নম্বরে SMS-এর মাধ্যমে গ্রাহককে জানানো হবে।

১৯. নগদ অর্থ তোলার সুবিধা ছাড়াও ইবিএলের ATM বুথে কার্ডে জমার ব্যালেন্স জানা যাবে।

২০. কার্ডের লেনদেন সংক্রান্ত হিসাবের সঠিকতা নিশ্চিত করতে এ সংক্রান্ত সকল রশিদ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

২১. প্রেরক কর্তৃক ভুল তথ্য বা ব্যাখ্যা প্রদানের কারণে রেমিটেন্সের অর্থ জমা করতে দেরী হলে ব্যাংক দায়ী হবে না।

২২. কার্ডটি হারানো বা চুরি গেলে অথবা এটি অজান্তে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে সন্দেহ হলে সাথে সাথে নিকটস্থ ইবিএলের যেকোন ব্রাঞ্চ অথবা নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করে তা জানাতে হবে।

ইবিএল কার্ড সেন্টার

ঠিকানা
৩১ নর্থ কমার্শিয়াল এরিয়া
রোড ৫৩, গুলশান সার্কেল ২
ঢাকা ১২১২

ফোন
(+৮৮) ০২ ৮৮৬ ০৩৮১-২
(+৮৮) ০২ ৮৮১ ২৪৭৬
(+৮৮) ০১৮ ১৯২৭ ৮৮১১/২২

ইমেইল
cardsteam@ebl-bd.com

ওয়েবসাইট
www.ebl.com.bd